গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৩খ্রি: ।

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-৩৬৬

প্রাপকঃ চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

বিষয়ঃ ***বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি হতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ।***

মহোদয়

উপযুর্ক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যান, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত ৫টি স্কীম/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-এর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদানের নিমিত্ত চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর অনুকূলে ৪০ মে.টন চাউল এবং ১০ মে.টন গমসহ সর্বমোট ৫০ মে.টন খাদ্যশস্য নিম্নে বর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হলো।

(ক) চেয়ারম্যান, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	চাউল	গম	মোট (মে.টন)
১.	৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	৮	২	৫০ মে.টন
২.	৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ।	৮	২	
৩.	২নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ দেবতাছড়ি হইতে অমলতি ছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৮	২	
৪.	৬নং ওয়ার্ডে তালুকদার পাড়া হইতে যৌথখামার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৮	২	
৫.	২নং ওয়ার্ডে দেবতাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার রাস্তা সংস্কার।	৮	২	

০২। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-৩ এর ৬/০৭/২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০২৮.১৩(অ-১)-০৭ নম্বর স্মারকমূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৫৫০১০১-সচিবালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-১২০০০১৯১৫-পার্বত্য জেলাসমূহে পুনর্বাসন কর্মসূচি-৩ আবর্তক ব্যয়-৩৭ সামাজিক সুবিধাদি-৩৭২২-অনগদ সামাজিক সহায়তা সুবিধাদি-৩৭২২১০১ ত্রাণ কার্য চাল, ৩৭২২১০২ ত্রাণ কার্য গম খাতে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের বিভাজন অনুযায়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি খাত হতে বহন করা হবে।

০৩। **শর্তসমূহঃ**

১. প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংযুক্ত ছক অনুসারে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। ছক যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা পরিষদ বরাবরে দাখিলপূর্বক প্রকল্প সভাপতি বরাদ্দের জন্য আবেদন করবে।

২. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।

৩. ছক অনুসারে প্রকল্প কমিটি এবং বরাদ্দের আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা পরিষদ, উপবরাদ্দ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কমিটি বরাবর পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করবে।

৪. কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩ (তিন) মে.টন অধিক হইলে তাহা কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। প্রথম কিস্তি মূল বরাদ্দের অর্ধেকের বেশী হবেনা। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাষ্টার রোল সমন্বয় করা ছাড়া পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাবেনা।

৫. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহারে বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ গত ১৯/১০/২০০৬ তারিখের ৩০০ নম্বর স্মারকের জারীকৃত নীতিমালার শর্তসমূহ (৭-১২) যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

৬. ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমেও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Overlapping এড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসক এর সাথে সমন্বয় করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের হিসাব নিরীক্ষার জন্য দালিলিক প্রমাণকসহ যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখসহ খাদ্যশস্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮. বিশেষ কোন ব্যক্তি নয় এলাকার সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থ বিবেচনায় প্রকল্প স্থান নির্ধারণসহ প্রকল্প পরিকল্পনা, রূপরেখা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. ৩০/০৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

১০. প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক তদারকি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শণ/পরিবীক্ষণ করে মন্তব্যসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১১. পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

১২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের অনুকূলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১৩. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) বিশেষ কর্মসূচি আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

চলমান পাতা-২

১৭. মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি যে কোন সময় ও মুহূর্তে যে কোন প্রকার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
১৮. প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্য স্থানে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করতে হবে।
১৯. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করতে হবে।

৩০/০৩/২০২৩

(আশীষ কুমার সাহা)
উপসচিব
ফোন-৫৫১০০৬৩০

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-৩৬৬/১(১২)

তারিখঃ ৩০/০৩/২০২৩খ্রিঃ।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো। (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৫. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সহকারী প্রোগ্রামার,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১১. চেয়ারম্যান, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১২. অফিস কপি।

৩০/০৩/২০২৩

(আশীষ কুমার সাহা)
উপসচিব